The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Special Volume-6 on **Issues Around Pedagogy: Teaching-Learning Strategies in Arts & Humanities for the 21st Century**, **3rd International Conference**, 25-26 June 2025, ISSN 1813-0402

গাজীর গান: বাংলা লোকসংস্কৃতির সমন্বয়বাদী এক সমৃদ্ধ ধারা

[Gazir Gaan: A Syncretistic genre of Bangla Folk Culture]

Partho Protim Biswas
M. Phil Research Fellow, Department of Music, University of Dhaka

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Special Volume-6
ISSN: 1813-0402 (Print)

Received : 02 March 2025
Received in revised: 24 April 2025
Accepted: 16 March 2025
Published: 25 October 2025

Keywords:
Gazir Gaan, Pir, syncretism, Folk Culture, Religious Harmony

ABSTRACT

Gazir Gaan, a prominent form of Bengali folk performance centered around the veneration of Gazi Pir, embodies a syncretistic cultural and religious consciousness. Although the precise origins of Gazir Gaan remain unclear, its practice transcends sectarian boundaries, as Gazi Pir is revered by Hindus, Muslims, and people of various other communities. Historically, the lower strata of society in Bengal faced social segregation, but the inclusive nature of Gazi Pir's worship, particularly in khankas (Sufi shrines) and dargahs (tombs of saints), gradually allowed for greater social mobility and interaction. These spaces, unlike temples, were open to people of all castes, providing spiritual and material support to the marginalized. The continuity of Gazir Gaan, with its message of common people's joys, struggles, and devotion, has persisted as a vital part of Bengali folk culture. Despite contemporary challenges, such as the rise of religious polarization, Gazi Pir's legacy of religious harmony offers a rare example of peaceful coexistence. The survival of this folk tradition is dependent on continued patronage and efforts to preserve the regional diversity of performances. If not actively sustained, the cultural richness and syncretism embodied in Gazir Gaan could fade, erasing a critical aspect of Bengali folk heritage. Gazir Gaan remains a powerful symbol of religious unity and folk resilience in Bengal. By supporting the preservation of such cultural practices, it is hoped that this unique expression of syncretism will endure, offering a counterpoint to contemporary religious conflicts and ensuring its transmission to future generations.

ভূমিকা

নদীমাতৃক বাংলাদেশে নদীর মতো ছড়িয়ে আছে বিচিত্র ধারার সংস্কৃতি। সমন্বয়বাদী চেতনা এই সংস্কৃতিসমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে বাংলার সভ্যতা ও সংস্কৃতির পালাবদল ঘটেছে। বস্তুত 'প্রাকৃতিক ভৌগোলিক বিপর্যয়ে এই অঞ্চলের ইতিহাস ও ভূগোল বারবার হয়েছে বিপর্যস্ত। নদীনালা ও অরণ্যের পটভূমিকায় এই অঞ্চলের জনজাতির ও জীবন ধারায় যে বিশিষ্ট বিকাশ ও বিবর্তন ঘটেছে ইতিহাসের ধারায় তার বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক উপকরণের স্তরায়ণ প্রত্যক্ষ করা যায় ঐতিহ্য বাহিত লোকসংস্কৃতির প্রবাহে।'[১] অঞ্চল বিশেষে সাধারণ বা নিম্নবর্গের মানুষের বিশ্বাস ও সংস্কার স্নারাই আমাদের লোক ঐতিহ্যসমূহ লালিত ও পালিত হয়ে থাকে। তবে 'সমগ্র জাতির ইতিহাস সমগ্র আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যকে নিয়েই সম্পূর্ণ। এ উপলব্ধি শুধু আমাদের দেশের নয়, পাশ্চাত্যীয়রাও উপলব্ধি করেছেন দেশের সংস্কৃতির ভিত্তি বা আদি নিকেতন লোকসংস্কৃতির মধ্যেই দেখা যাবে এবং দেশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসও।'[২] লোকসংস্কৃতির উপাদানসমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এ সমস্ত উপাদান শ্রম ও সংগ্রাম সংশ্লিষ্ট হওয়ায় এখানে সর্বদা সমন্বয়ের প্রভাব রয়েছে। টিকে থাকাই যেখানে মূখ্য, বিবাদ বা বৈষম্য সেখানে অপ্রাসঙ্গিক।

উদ্দেশ্য ও পরিধি

বাংলার লোকসাংস্কৃতিক উপাদানে সমন্বয়বাদী ধারাসমূহ বিরাজমান। লোকসাংস্কৃতিক এসব উপাদানে 'সমন্বয়বাদী' এই অভিধাটি পরবর্তীতে যুক্ত হয়েছে। মূলত যারা এগুলোর সৃষ্টি করেছে তারা এ সমস্ত অভিধা সম্পর্কে জানে না, জানার চেষ্টাও তাদের নেই। কোনো অভিধা যুক্ত হচেছ কিনা তার প্রয়োজনীয়তাও তারা অনুভব করে না। মৌখিক সংস্কৃতি বা ওরাল কালচার এ দেশের লোকসংস্কৃতির খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বাংলার বিচিত্র লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডারে গাজীর গান তেমনই একটি অনন্য উপাদান। বাংলা লোকসংস্কৃতির অনন্য এই উপাদানটি কিভাবে নিরপেক্ষ ধারা হয়ে উঠেছে, কিভাবে গাজী পির সর্বজনীন হয়ে উঠেছে, তার কারণ অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। গাজীর গান নিয়ে প্রণীত হয়েছে বেশ কিছু গবেষণা গ্রন্থ। সে সকল গবেষণা প্রবন্ধ ও গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের সত্যতা, সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতাকে আমলে এনে বর্তমান গবেষণা প্রবন্ধটি সম্পাদিত হয়েছে বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে। মাঠ পর্যায়ে অনুসন্ধান করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার গ্রহণ, বিশেষ করে যারা গাজীর গান করেন সেই গায়েনদের থেকে প্রাপ্ত তথ্য এই

গবেষণায় প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলার লোকসংস্কৃতি, সমন্বয়বাদী চেতনা, বাংলার লৌকিক দেবতা, খুলনাসহ বিভিন্ন জেলার লোকসংগীত এবং গাজীর গান সম্পর্কিত তাত্ত্বিক ও গবেষণা গ্রন্থসমূহের সহায়তাও নেয়া হয়েছে এ প্রবন্ধের অবয়ব নির্মাণে।

সমন্বয়বাদী চেতনা ও লোকসংস্কৃতি

সমন্বয়বাদী চেতনার বিষয়টি বিভিন্নভাবে পরিচিত আমাদের কাছে। সমন্বয়বাদী চেতনা নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছে। সমন্বয়বাদী চেতনার বিষয়টি মূলত ধর্মের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে বেশি। পরবর্তীতে লোকসংস্কৃতি, সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ে সমন্বয়বাদী চেতনার উপাদান খুঁজেছেন গবেষকগণ। 'Most of the work done in the area of Syncretism has remained within the framework of historical research. It should not be denied that this method can attain results which are both interesting and valuable.'[৩] সমাজের নানা ধর্ম ও গোত্রের মানুষ একে অপরের পালনকৃত আচার অনুষ্ঠানের বিষয়গুলোর সাথে নিজেদের একাত্ম করে চলাই সমন্বয়বাদী চেতনার মূল বক্তব্য। এক্ষেত্রে প্রধান বিবেচ্য বিষয় ধর্ম হলেও লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান সৃষ্টিতে সহজাতভাবেই সমন্বয়ের বিষয় ঘটেছে এবং সেগুলো কোনরূপ বৈষম্য বা বিবাদ ছাড়াই যুগ যুগ ধরে এখানকার মানুষ পালন করে আসছে। এসব উপাদানের মূল বিষয় বিভিন্ন বিপদ ও সংগ্রাম থেকে উদ্ধারের সমন্বিত বিশ্বাস ও প্রয়াস। সমন্বয়ের সাথে সাথে এখানে মানবাতবাদী দর্শনের বিভিন্ন উপাদানও সহজাতভাবেই স্পষ্ট হয়েছে। লোকজ মানুষেরা এ সমস্ত তাত্ত্বিক বিষয় জানে না। তারা জানে টিকে থাকতে হলে একসাথে থাকতে হবে। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায়, নিজেদের ভালো থাকায় একসাথে থাকাটাই প্রধান বিষয়। 'It is obvious that there are several social factors involved in the syncretistic process that takes place when two religions meet.This factors probably determine to a considerable degree the course of the development.'[৪]

গাজীর গান

বাংলা লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডারে আঞ্চলিকভাবে বিভিন্ন লোকবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে অনেক কাহিনীনির্ভর গান সৃষ্টি হয়েছে। গাজীর গানও গাজী পিরের প্রতি বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে। সুন্দরবন অধ্যুষিত দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে গাজী পির আজও ভক্তিভরে পুজিত হচ্ছেন। এটি গান ও অভিনয় দুয়ের সম্মিলনে অপূর্ব এক গীতিনাট্য যা লোকনাট্য হিসেবেও পরিচিত নাগরিক সমাজে। তবে 'মধ্যযুগের বাংলা আখ্যান কাব্যের পরিবেশন রীতি যে মূলত সঙ্গীত, নৃত্য ও বর্ণনা প্রধান ছিল এ বিষয়ে কোন সংশয়ের অবকাশ নেই। তবে মৌখিক রীতির গাজীর গান পরিবেশনায় সংলাপ একটি আধুনিক উপাদান। এভাবে সংলাপ প্রয়োগের ফলেই গাজীরগান অদ্বৈতবাদী পাঁচালী আঙ্গিক থেকে দ্বৈত দ্বৈতবাদী নাট্যআঙ্গিকে রূপান্তরিত হয়েছে।'[৫] মূলত গাজী পিরের মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক গানকে গাজীর গান বলা হয়। বলা হচ্ছে 'বাংলাদেশের ব্যাঘ্র সংকুল সুন্দরবন অঞ্চলে গাজীপির ব্যাঘ্রের অধিষ্ঠাত্যরূপে পরিগণিত হন। সেখানে তাঁর গান গেয়ে বাঘের আক্রমণ থেকে রক্ষা কামনা করা হয়। গাজীর পট নামে এক প্রকার পট আছে। পটুয়ারা বাঘের উপর দাঁড়ান গাজীর ছবি এঁকে বাড়ি বাড়ি যেয়ে পটটি মেলে ধরে ও গাজীর মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক গান গায়।'[৬] Willem Van Schendel তাঁর *A History Of BANGLADESH* গ্রন্থে বলেছেন 'Inhabitants of southern Bangladesh fear to enter the Sundarban marshlands without praying to Bonbibi (ban(a)bibi), a benevolent 'muslim' forest goddess, who, like her male counterpart Gazi Pir (gaji pir) can protect them from tigers and crocodiles.'[৭] তবে 'গাজীর গান বাংলাদেশ ব্যতীত আসাম অঞ্চলেও পরিবেশিত হয়।'[৮] গাজী পির সাধারণ মানুষের রক্ষাকর্তা এমন বিশ্বাস লোকসমাজে প্রচলিত। 'গাজীর গান হচ্ছে এক ধরনের লোকজ কেচ্ছা কাহিনী। এসব কেচ্ছা-কাহিনি বিভিন্ন গায়ক বিভিন্নভাবে পরিবেশন করে থাকেন।'[৯] গাজীর গান খুব সাধারণভাবেই পরিবেশন করা হয়। একজন মূল গায়েনের সঙ্গে কয়েকজন দোহার, ফাটকিদার ও বাদ্যযন্ত্রী নিয়েই গাজীর গান চলে। মূলত 'বাঘের দেবতা হিসেবে এই গাজী পির হিন্দু-মুসলমান সকল ধর্মের লোকের কাছে সমানভাবে পূজ্য।'[১০] বস্তুত, ''মধ্যযুগে কৃত্যমূলক 'গাজীর গান' মূলত বাঙলার মানুষের অসাম্প্রদায়িক মনের প্রতিফলিত রূপ। কেননা, 'মধ্যযুগ থেকেই যে-কোনো পিরের কৃত্যেই হিন্দু-মুসলমান সকলেই সমান অধিকার নিয়ে অংশগ্রহণ করত এবং বর্তমান সময়েও সেই বিশ্বাস প্রবাহমান। পিরগাথায় তাই কোনো সুনির্দিষ্ট ধর্ম নয় বরং বাংলার লোকমানসের একটি বিশেষ পরিচয় ফুটে ওঠে। সেই লোকমানসের প্রকাশিত রূপ 'গাজী' পিরকে অবলম্বন করে মৌখিক রীতির মাধ্যমে গড়ে ওঠা আখ্যান এবং পরিবেশনা নির্ভর নাট্য 'গাজীর গান'।''[১১] তথ্যমতে, 'এদেশে গণমানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, প্রেম-বিরহ, ডাকাতের হৃদয় পরিবর্তনের কাহিনি বা নানা উপকার নিয়ে গাজির গান রচিত ও গাওয়া হতো।'[১২]

গাজী পিরের পরিচয়

গাজীর গান যার নামে সৃষ্টি সেই গাজী সম্পর্কে জানা যায়, গাজীর জন্ম যশোর অঞ্চলে এবং এখানেই তার বিবাহ। যশোর ও খুলনা অঞ্চলেই গাজীর বিচরণ ছিল বলে লোক মুখে এখনো প্রচলিত। 'এ অঞ্চলের লোকসাহিত্যে জনৈক গাজী ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সঙ্গী কালুর সঙ্গে জনৈক হিন্দু রাজার প্রথমে বিবাদ ও পরে মীমাংসার এক জনপ্রিয় কাহিনী পাওয়া যায়। হিন্দু রায়

মঙ্গল কাব্যে ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে গাজী ও কালুর যে সংঘর্ষের বিবরণ পাওয়া যায় তা মূলত সুন্দরবন অঞ্চলে জমি-অধিকার-সংক্রান্ত বিবাদ। এ বিবাদের মীমাংসা ঘটে অর্ধ-হিন্দু ও অর্ধ-মুসলমানের বেশে আবির্ভূত স্বয়ং ঈশ্বরের মধ্যস্থতায় জমির সমবণ্টনে।'[১৩] জনশ্রুতি আছে বিরাট নগরের শাসক দরবেশ শাহ সিকান্দার এবং তার স্ত্রী অজুপা সুন্দরীর দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন শাহ গাজী। কালু ছিলেন শাহ সিকান্দারের পোষ্য পুত্র অর্থাৎ গাজীর পালিত ভাই। গাজী পিরের স্ত্রী ছিলেন ব্রাহ্মণ নগরের রাজা মুকুট রায়ের কন্যা চম্পাবতী। অঞ্চলভেদে কখনো কখনো কাহিনীর কিছুটা পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যায়। গাজী পিরকে 'জিন্দা পির বা গাজিসাহেব বলেও অভিহিত করা হয়।'[১৪] ঐতিহাসিক শ্রীসতীশ চন্দ্র মিত্র তাঁর 'যশোহর-খুল্‌নার ইতহাস'-গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে বিশেষ অবদান রাখেন জাফর খাঁ গাজী। তার ছেলের নাম বরখান গাজী। তিনি সাধারণত বরখান গাজী ও বড় গাজী বা গাজী সাহেব নামে পরিচিত। তিনি সুন্দরবন অঞ্চলের রাজা মুকুট রায়কে পরাজিত করে তার মেয়ে চম্পাবতীকে বিয়ে করেন।'[১৫]

গাজী পিরের মাজার

গাজী পিরের মাজার রয়েছে ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার বারবাজারে। মূলত মাজার মানে কবর। এখানেই গাজী-কালু-চম্পাবতীর মাজার অর্থাৎ কবর রয়েছে। তাদের নামে আর কোথাও কোনো মাজার নেই। তবে সুন্দরবনসহ কয়েকটি স্থানে গাজী পিরের নামে ধাম রয়েছে। গাজী পিরের মাজারে বছরে দুবার ওরশ হয়। ফাল্গুন মাসের শেষ বৃহস্পতিবার এবং ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার। তবে বড় আয়োজন হয় ফাল্গুন মাসের ওরশে। লক্ষ লক্ষ ভক্ত আসে গাজীর ওরশে। বস্তুত 'গাজীর জনপ্রিয়তার কারণে এ অঞ্চলের বহুস্থানে গাজীপুর, গাজীর হাট, গাজীর থান, গাজীর দরগা, গাজীর মাজারের সৃষ্টি হয়েছে।'[১৬] ভক্তদের বিশ্বাস মানত করলে গাজী পির তাদের মনের আশা পূরণ করেন। গাজী পিরের এই মাজার ভক্তদের কাছে জাগ্রত মাজার হিসেবে পরিচিত।

গাজী পিরের উদ্দেশ্যে মানত

যে কোন বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পেতে বা মঙ্গল কামনায় গাজীর উদ্দেশ্যে মানত করা হয়ে থাকে। কেউ গাজীর মাজারে গিয়ে মানতের উপকরণ দিয়ে আসে, আবার কেউ নিজ বাড়িতে গাজীর উদ্দেশ্যে গাজীর গান মানত করে। লোক বিশ্বাস এই যে, গাজীর গান মানত করলে মানুষের মনের ইচ্ছা পূরণ হয়। সন্তান লাভ, রোগব্যাধীর উপশম, অধিক ফসল উৎপাদন গো-জাতি ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ইত্যাদি মনের ইচ্ছা পূরণের জন্য গাজীর গান দেয়া হয়।

গাজীর গানের দল

গাজীর গান দলভিত্তিক হয়ে থাকে। তবে পূর্বে এককভাবে বাড়ি বাড়ি ঘুরে এ গান করা হতো বলে জানা যায়। গৃহস্থরা মঙ্গল কামনায় বিভিন্ন দ্রব্যাদি যেমন চাল, আলু, ডাল, টাকা, পয়সা ইত্যাদি দিত। এখন গাজীর গান দলভিত্তিক হয়ে থাকে। গুরু শিষ্য পরম্পরায় চলে আসছে গাজীর গান। ঠিক কত পুরুষ ধরে এটি প্রচলিত তা সঠিক করে বলা যায় না। খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার গাজীর গানের মূল গায়েন মোখলেছুর রহমান বাবুল বলেন 'পরিবারের অন্যান্যদের কাছ থেকে গাজীর গানের প্রতি ভক্তি তৈরি হয়। এক সময় গুরু মোঃ মহত এর কাছ থেকে গাজী পিরের মাহাত্ম্য বা পালা আয়ত্ত্ব করি। বর্তমানে গুরুর নির্দেশেই নিজেই একটি দল গঠন করেছি এবং প্রায় ২৪ বছর ধরে গাজীর গান করে যাচ্ছি।'[১৭] মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে জানা যায় খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলায় ছয়টি দল আছে। এছাড়া বাগেরহাট, যশোর ও সাতক্ষীরা জেলায়ও গাজীর গানের কিছু দল আছে। তারাই অত্র অঞ্চলসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গাজীর গান করে থাকেন।

গাজীর গানের উপকরণ, পোশাক ও সাজসজ্জা

গাজীর গান পরিবেশনকারীদের পরনে থাকে উজ্জ্বল পোশাক। কাহিনীর প্রয়োজনে কয়েকবার পোশাক পরিবর্তন করতে হয় সদস্যদের। সবার পায়ে নুপুর থাকে।

গাজীর গানের বাদ্যযন্ত্র

প্রান্তিক এলাকায় পূজিত গাজীর গানে সাধারণত লোকবাদ্যসমূহ ব্যবহৃত হয়। সেগুলো হচ্ছে ঢোল, হারমোনিয়াম, বাঁশি, চাকি, ডুগি-তবলা, খঞ্জনি ইত্যাদি। তবে বর্তমান সময়ে আধুনিক বাদ্যযন্ত্রসমূহও গাজীর গানে ব্যবহৃত হয় যেমন কিবোর্ড, কেসিও, কর্নেট ইত্যাদি।

গাজীর গানের শিল্পী সংখ্যা

গাজীর গানের একটি দলে শিল্পী ও যন্ত্রীসহ ১০-১২ জন থাকেন। এটি বেশি কম হয়ে থাকে দল অনুসারে। পালা অনুযায়ী অভিনয়ের জন্য শিল্পী সংখ্যা কম বেশী হয়।

গাজীর গানের সময়

সারা বছরই গাজীর গান হয়ে থাকে। তবে বর্ষাকালে এই গান কম হয়ে থাকে। দল ভিত্তিক পরিবেশনা সন্ধ্যায় শুরু হয়ে রাতভর চলে। মূলত মানতের গানই বেশি হয়ে থাকে।

গাজীর গান পরিবেশনার মঞ্চ

সাধারণত সুনির্দিষ্ট কোন মঞ্চ তৈরির প্রয়োজন হয় না গাজীর গানে। যারা এই গান মানত করে তাদের বাড়ির উঠানে অথবা যদি তাদের পর্যাপ্ত জায়গা না থাকে তবে উন্মুক্ত কোন স্থানে আসর করা হয়। আসর মাঝখানে হয় আর শ্রোতারা চারদিক থেকে বসেন। গাজীর গানের আসরে ''আসা (লোহার দণ্ড)'' পোতা হয় এবং শিল্পীরা সে দিকে মুখ করে বসেন।

গাজীর গানের ভোগ

গাজীর গানের মানতকারী বিভিন্ন উপকরণ মানত করে থাকেন। যখন গাজীর গান দেওয়া হয় মানতকারী মানতের সেই উপকরণ প্রদান করেন গাজীর উদ্দেশ্যে। তবে সে সকল উপকরণ ছাড়াও সোয়া কেজি আতপ চাল, এটি কুলা অথবা ধামাতে দেওয়া হয়। একটি নতুন ঘটে পানি, ঘটের মুখে আমের পল্লব, একটি ডাব, নতুন বস্ত্র (এটি সাধ্য মতো), পান, সুপারী, মোমবাতি, গোলাপজল, আগরবাতি, ধূপ, দুধ , কলা, দূর্বা, তেল, প্রদীপ, সিদুর, ফুল, মিষ্টি বা পায়েশ। এগুলো এলাকাভেদে কিছুটা ভিন্ন হয়ে থাকে। হিন্দু মুসলিম ধর্ম অনুসারে এই ভোগের উপকরণে সামান্য পার্থক্য দেখা যায়।

গাজীর পালা

গাজী পিরের মাহাত্ম্য বর্ণনাভিত্তিক গান 'গাজীর গান'। বিভিন্ন কাহিনীর মাধ্যমে গাজী পিরের মাহাত্ম্য লোকসমাজে প্রচার করাই এই গানের উদ্দেশ্য। দূলসমূহের সাথে কথা বলে জানা যায় গাজীর গানের সাতটি পালা রয়েছে,

১. দিদার বাদশাহর পালা
২. জামাল বাদশাহর পালা
৩. তাইজল বাদশাহর পালা
৪. হেরেনশাহী বাদশাহর পালা
৫. মগদুম বাদশাহর পালা
৬. ত্যাড়া ডাকাতের পালা
৭. গাজীর বিয়ের পালা

অঞ্চলভেদে এই পালাসমূহের নামকরণে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়।

গাজীর গানের পালার নমুনা

গাজীর গানের পালাসমূহ এক একটি কাহিনীকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে এর সাথে যাত্রার আদলে কিছু গান, রঙ্গ রসিকতা ইত্যাদির মিশ্রণ ঘটেছে। তবে পালার মূল বিষয় উপস্থাপনের বিষয় এমন-দলের পরিচিতি ঘোষণা, বাদ্যযন্ত্রের পরিবেশনা, দেশের গান, বন্দনা, গাজীর পিরের জন্মকথা, বেড়ে ওঠা, এরপর পালার কাহিনী, পরিশেষ গাজিপিরের জয়ধ্বনি ও গৃহস্থের মঙ্গল কামনা করে পালার সমাপ্তি।

গাজীর গানের ব্যয়

খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার গাজীর গানের দলের মূল গায়েন মোখলেছুর বাবলু জানান 'আসলে দুরত্ব হিসেবে ঠাকা কম বেশি হয়, তবে মোটামুটি ১০-১২ হাজারের কমে করলে হয় না।'[১৮] খুব অল্প পারিশ্রমিকে গাজির গানের দলের সদস্যরা গান করে থাকেন। 'এখন কালেভদ্রে গাজির গীত পরিবেশিত হতে দেখা যায়। এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা নানা পেশায় নিজেদের মনোনিবেশ করে ফেলায় গানের সমৃদ্ধ এ ধারাটা ক্রমশ বিলুপ্তির পথে ঠেকেছে।'[১৯]

গাজীর গানে নারী

গাজীর গানে গাজী মুখ্য চরিত্র হলেও এখানে নারী চরিত্রেরও যথেষ্ট প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। গাজীর মা ও চম্পাবতী গুরুত্বপূর্ণ দুটি চরিত্র। প্রতিটি পালায় রাজার রানীদের বিষয় এসেছে। গঞ্জোরা নামে একজন রানীর জীবন সংগ্রামের কথাও ফুটে ওঠে মগদুম শাহ পালায়। আমাদের লোকসংস্কৃতির প্রায় সকল উপাদানে নারী জীবনের সংগ্রাম ফুটে উঠেছে বারবার, গাজীর গানেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি।

গাজীর গানে সমন্বয়বাদীতা

এ অঞ্চলে গাজীর গানের উদ্ভব নিয়ে নিশ্চিত তথ্য না পাওয়া গেলেও গাজী পির হিন্দু-মুসলিমসহ অন্যান্য ধর্ম ও বর্ণের মানুষের কাছে সমানভাবেই জনপ্রিয়। এখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বিভিন্ন সময়ে বসবাস শুরু করে। ধীরে ধীরে বিভিন্ন সংস্কৃতির মিশ্রণে এখানকার সংস্কৃতিতে একটি সমন্বয় ঘটে যার প্রভাব ধর্মীয় ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। তবে সমাজের নিচু স্তরের মানুষের ক্ষেত্রে কিছু বিধি নিষেধ তাদেরকে উচ্চ স্তর থেকে আলাদাই করে রেখেছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। বিশেষ করে 'খানকা ও দরগার বর্ণ ও জাতি-নির্বিশেষে অবারিত

স্নার খুব স্বাভাবিক কারণেই আকৃষ্ট করেছিল তাঁদের, যাঁদের মন্দিরে প্রবেশের বা পূজারীর পবিত্র দেহের ধারেকাছে যাবার অধিকার ছিল না। এ ছাড়া বহু ক্ষেত্রেই এ-দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দরিদ্রের প্রয়োজন মেটাবার কিছু ব্যবস্থা থাকায় এর আকর্ষণ স্বাভাবিক কারণেই অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল।'[২০] গাজী পিরের উদ্ভব যেভাবেই হোক না কেন বাংলার সকল মানুষের বিপদ থেকে মুক্তি ও মঙ্গল কামনায় গাজী পির ছিল নিরপেক্ষ। গাজীর গানের একটি দলের দলনেতা অসীত কুমার রায় বলেন 'আমার ছোট থেকেই গাজীর গান করে থাকি, আমাদের দলে সব ধর্মের লোক আছে, গাজীর আশির্বাদ নিয়েই গান করে যাচ্ছি। গাজী সবার, তার কাছে কোন ভেদাভেদ নেই।'[২১] এমন সমন্বয়বাদী লৌকিক পির হিসেবে গাজীই অনন্য। এখনও অধিকাংশ গাজীর গানের মানত হিন্দু পরিবারে করা হয়। গাজীর গানের উপকরণ সকল ধর্মের ক্ষেত্রে প্রায় একই থাকে। গাজী পিরের এই সমন্বয়বাদীতাই গাজী পিরকে সকল মানুষের কাছে এমন জনপ্রিয় করছে। মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে দেখা যায় অধিকাংশ মানুষ অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির সাথে গাজী পিরকে স্মরণ করে এবং গাজীর গানের আয়োজন করে থাকে।

উপসংহার

বাংলাদেশের প্রান্তিক অঞ্চলে নিম্নবর্গের কৃত্য এই সাংস্কৃতিক ধারা প্রাতিষ্ঠানিক বা পুস্তকি কোন অভিধার তোয়াক্কা করে না, বরঞ্চ এটি আমাদের ভাবতে বাধ্য করে লোকায়ত এমন জীবন দর্শনের কাছে কোন বিবাদ বা বৈষম্য কিভাবে প্রাসঙ্গিকতা হারায়। প্রান্তিক পর্যায়ে এবং সুন্দরবনকেন্দ্রিক মুমূর্ষু পেশাসমূহে নিয়োজিত মানুষের মধ্যকার এমন সমন্বয়বাদী চেতনাসমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহের সংরক্ষণ ও পাঠ জরুরি। লোকসংস্কৃতির এই উপাদানটিকে টিকিয়ে রাখতে পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন। দলগুলোকে আর্থিকভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করলে এবং বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক পরিবেশনার যে ভিন্নতা সেগুলোকে ধারণ করে সংরক্ষণের উদ্যোগ নিলে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে বাংলা লোকসংস্কৃতির সমন্বয়বাদী এই অনন্য উপাদানটি টিকে থাকবে বলে আশা করা যায়। তা না হলে কালের গর্ভে হারিয়ে যাবে বাংলা লোকসংস্কৃতির নিরপেক্ষ ও সমন্বয়বাদী পির গাজীর মাহাত্ম্য বর্ণনার গাজীর গান।

তথ্যনির্দেশ

১ ড. দেবব্রত নস্কর, *চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেব দেবী: পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা*, দে'জ পাবলিকেশন, কলিকাতা, ১৯৯৯: ভূমিকা, পৃষ্ঠা-ক ।

২ গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, *বাংলার লোকিক দেবতা*, প্রাককথন, দে'জ পাবলিকেশন, কলিকাতা, ১৯৬৬, পৃষ্ঠা- ৪।

৩ Helmer Ringgren, The Problems of Syncretism, *Syncretism, Edited by Sven S. Hartman*, Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB, Upsala, Sweden. 1969, p. 09.

৪ Ibid, p. 12.

৫ আফসার আহমদ, *গাজীর গান: শিল্পরীতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা- ১১।

৬ ড. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের কথা*, কলি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃষ্ঠা- ১৪৫।

৭ Willem Van Schendel, *A History Of BANGLADESH*, Cambridge University Press, New York. 2009, Page-34.

৮ সেলিম আল দীন, *বাঙলা নাট্যকোষ প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধারায় গৃহীত বাঙলা নাট্যের শব্দ নাম পরিভাষা সঙ্কলন*, হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা, ২০২৩, পৃষ্ঠা- ১৩৭।

৯ শামসুজ্জামানখান সম্পাদিত *বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, মানিকগঞ্জ*, বাংলা একাডেমি, ২০১৪, পৃষ্ঠা-২০১।

১০ সাইমন জাকারিয়া, *বাংলাদেশের লোকনাটক বিষয় ও আঙ্গিক-বৈচিত্র্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮, পৃষ্ঠা- ১১৩।

১১ শামস্ শাহরিয়ার কবির, *পির পাঁচালি ধারার নাট্য বাগেরহাট জেলার গাজীর গান*, জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা দপ্তর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০১৭, পৃষ্ঠা-৫।

১২ শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত *বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, কক্সবাজার*, বাংলা একাডেমি, ২০১৪, পৃষ্ঠা-২৭৬।

১৩ অসীম রায়, *ইসলাম ও বাঙালী মুসলমান সমাজ*, সম্পাদনা হাবিব আর রহমান, রেডিয়্যান্স, কলকাতা, ২০১৫, পৃষ্ঠা-৩৭।

১৪ শামসুজ্জামানখান সম্পাদিত *বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, ফরিদপুর*, বাংলা একাডেমি, ২০১৪, পৃষ্ঠা-১৭৭।

১৫ শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র বি, এ, *যশোহর-খুলনার ইতিহাস*, চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জী এণ্ড কোং, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, ১৩২১, পৃষ্ঠা- ৩৭৮-৭৯।

১৬ মিজানুর রহমান, *খুলনা বিভাগের লোকসঙ্গীত, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-১০*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃষ্ঠা- ৫৪।

১৭ সাক্ষাৎকার: মোখলেছুর রহমান বাবলু, গাজীর গানের দলের মূল গায়েন, গ্রাম: মিকশিমিল, উপজেলা, ডুমুরিয়া, জেলা খুলনা, তারিখ- ১২ এপ্রিল ২০২৪।

১৮ *প্রাগুক্ত*।

১৯ শামসুজ্জামানখান সম্পাদিত *বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা, সুনামগঞ্জ*, বাংলা একাডেমি, ২০১৪, পৃষ্ঠা-১৯৩।

২০ অসীম রায়, *ইসলাম ও বাঙালী মুসলমান সমাজ*, সম্পাদনা হাবিব আর রহমান, রেডিয়্যান্স, কলকাতা, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৩৭।

২১ সাক্ষাৎকার: অসীত কুমার রায়, গাজীর গানের দলের মূল গায়েন, বটিয়াঘাটা, খুলনা, তারিখ- ১৭ মার্চ, ২০২৫।

ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রাপ্ত গাজীর গানের পরিবেশনা ও গাজী পিরের মাজারের স্থিরচিত্র

১৭ মার্চ ২০২৫ তারিখে ছায়ানট সঙ্গীত বিদ্যায়তনের দেশঘরের গান অনুষ্ঠানে গাজীর গান পরিবেশ করা হয়। পরিবেশনায় খুলনার দল মামা ভাগ্নে সম্প্রদায়। দল পরিচালনা: অসিত কুমার রায়।

ডুমুরিয়া উপজেলায় ২০২৪ সালে গাজীর গান পরিবেশনায় স্থানীয় দল।

মানত করা গাজীর গান- রংপুর, ডুমুরিয়া, খুলনা। ২০২৪ সাল

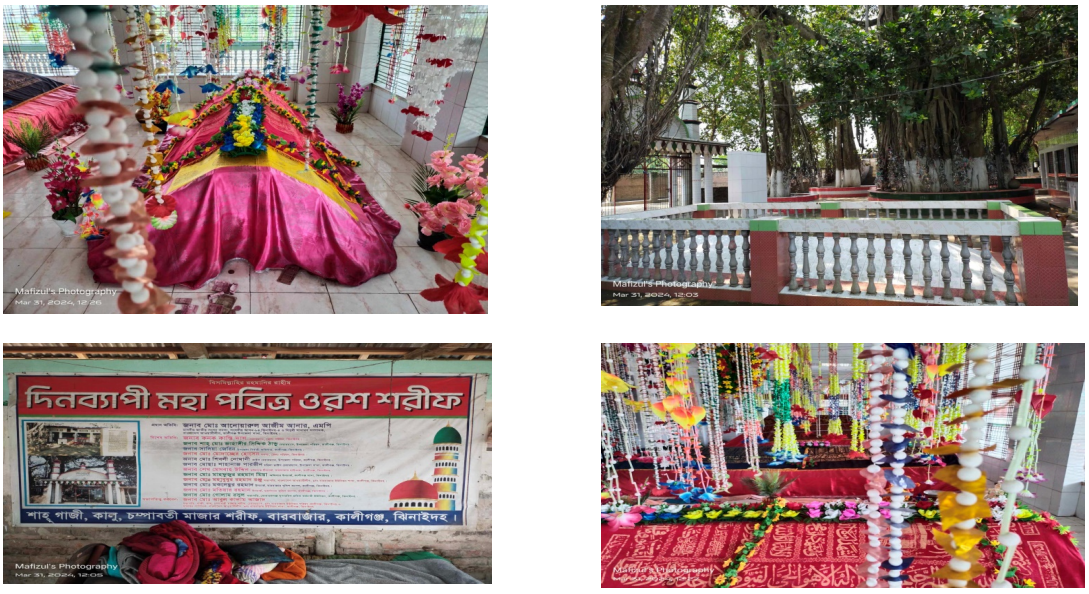

ঝিনাইদহ জেলার বারোবাজারে অবস্থিত গাজী-কালু-চম্পাবতীর মাজার